দৈনিক জনকণ্ঠ

৩৬

তারিখ ... ... MAR. 0 1 2000 ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ৭ ......

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha
স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতায় সচেষ্ট
ঢাকা ঃ রবিবার ৮ ফাল্গুন ১৪০৬ বাংলা

হরতালে শিক্ষার্থীরা বিপর্যস্ত

আমাদের দেশের সমাজ জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে যে পচন ধরেছে তা প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। হরতাল-অবরোধ–কার্ফ্যু হরতাল ইত্যাকার নানান রাজনৈতিক কর্মসূচীর ফলশ্রুতিতে শিক্ষাঙ্গনও প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এইসব বিতর্কমূলক কর্মসূচী জাতির অর্থনৈতিক জীবনেই শুধু দুর্যোগ ডেকে আনে না, সমাজের সর্বস্তরে পড়ছে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া। মনে হয় গোটা দেশ ও তার জীবনের সকল স্তরই আজ এই নৈরাজ্যমূলক রাজনীতির কাছে জিম্মি হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'হরতালে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর মাথায় হাত ॥ পরীক্ষা কার্যক্রম বিপর্যস্ত সেশনজট বৃদ্ধির আশঙ্কা' শিরোনামে শুক্রবার জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, হরতাল এখন পরীক্ষার্থীদের জন্য কালে পরিণত হয়েছে। হঠাৎ ডাকা এই রাজনৈতিক অস্ত্রের কারণে বিপর্যস্ত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলের লাখ লাখ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা কার্যক্রম। এর ফলে সেশনজট বৃদ্ধি, শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নষ্টসহ নানান সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সর্বোপরি পরীক্ষার্থীদের মানসিক প্রস্তুতি ব্যাহত হচ্ছে ভীষণভাবে। ঢাবি উপাচার্য ছাত্রদের এই মানসিক বেদনার কথা অকপটে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, দেশের মূল ভবিষ্যত শিক্ষার্থীদের দিকে চেয়ে হলেও হরতাল বন্ধ করতে হবে। সঠিকভাবে শিক্ষাকার্যক্রম চালাতে না পারলে একুশ শতকের মোকাবিলায় আমরা দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারব না।

ভিসির কথাগুলো থেকেই সঙ্কটের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো হরতালের শর্ত অনুধাবন করছে না, গত ১৫, ১৬, ১৭ ফেব্রুয়ারির লাগাতার হরতালের ফলে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ঐ দিনগুলোতে অনুষ্ঠেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সনাতন ও কোর্স পদ্ধতির সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তির উপরোক্ত তিন দিনের নির্ধারিত পরীক্ষাসমূহের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। আজকের দিনে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই ধরনের নেগেটিভ কার্যক্রম সমাজের সর্বনাশ ডেকে আনা ছাড়া কোন মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। কিন্তু হরতাল সমাপ্তির পরদিনই সকল পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে ঐ সকল দলের নেতা নেত্রীরা 'হরতাল সফল' করার জন্য জনসাধারণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানায়, এও যেন এক ধরনের সাজানো নাটকে পরিণত হয়েছে। এই অচলায়তন ভাঙবে কারা? দেশব্যাপী অসংখ্য বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং অধিকাংশ পত্রিকা এই মারণাস্ত্র নিক্ষেপ না করার জন্য ঐ দলগুলোর প্রতি আবেদন নিবেদন জানিয়ে ও কাগজে প্রতিবেদন ছেপে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও ঐ কার্যক্রমের কোন পরিবর্তন হয়নি। এর বিনিময়ে বিরোধী জোট ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতিকে আবারও সকাল-সন্ধ্যা হরতাল উপহার দিয়েছে।

এখানেই শেষ নয়। পাঁচ দিনব্যাপী হরতাল অবসানের পরে সিলেটে স্বস্তি ফিরে আসার সাথে সাথেই শোনা যাচ্ছে নতুন কর্মসূচীর ডাক। আন্দোলনকারী সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ দাবি আদায় না হলে কাশ্মীর ও চেচনিয়ার মতো ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে বলে হুমকি দিয়েছে। সিলেট থেকে গ্যাস, বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হবে। তাদের মতে এখনও সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হয়নি। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সবারই তো লক্ষ্য ক্ষমতার মসনদের দিকে। তাই আসল কথাই হলো 'কেচ্ছা কুরছি কা।'

রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য যদি দেশপ্রেম ও দেশের হতদরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন হয়, তাহলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো তা থেকে এখনও অনেক দূরে। তাই বলে সময় তো বসে নেই। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশই তো সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। এমনকি গৃহযুদ্ধ-বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কাও সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সকল দিক দিয়ে উন্নতির পথেই ধাবিত হচ্ছে। বিদ্রোহী তামিলদের সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে নানাবিধ পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করছে। পাশের দেশ ভারত যদিও বিশাল দেশ—প্রায় মহাদেশ তুল্য, সেখানেও হাজারো সামাজিক সমস্যা, সতীদাহ প্রথা, হরিজন সম্প্রদায়, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের মধ্যেও তার শিক্ষাব্যবস্থা কোনক্রমেই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে না।

এই কুম্ভকর্ণদের কাছে বারংবার আবেদন জানিয়ে কি লাভ! তবুও বলি হরতাল সংস্কৃতি বন্ধ করে দেশের ভবিষ্যত বংশধরদের নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে মুক্ত করুন। দেশ বাঁচলে রাজনীতি বাঁচবে। একবারের জন্য হলেও অন্তত শিক্ষাব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখার দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।